প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন নীতিমালা ও পদ্ধতি (Training and Development Policy & Procedure)				
ডকুমেন্ট নং (Document No)	ইস্যু তারিখ (Issue Date)	রিভিশন নং (Revision No)	রিভিশন তারিখ (Revision Date)	অনুমোদনকারী (Approved By)
				নির্বাহী পরিচালক, ---------- সাভার জোন

ভুমিকা:

প্রশিক্ষণ হল নৈতিক, গুণগত ও পেশাগত উন্নয়নের পূর্ব শর্ত। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যেকে তার দক্ষতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে এবং নিজেকে উন্নতির শীর্ষ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার কৌশল আয়ত্ব করতে পারে। মানব শক্তিকে মানব সম্পদে রূপান্তর করতে হলে প্রশিক্ষণের বিকল্প নাই।

উদ্দেশ্য:

----------এর সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকতাদের দক্ষতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সচেতন করার লক্ষ্যে দেশের প্রচলিত আইন, কোম্পানীর প্রচলিত রীতি নীতি এবং বিভিন্ন ক্রেতাদের আচরণ বিধি সম্পর্কে অবগত করানো ও সচেতনতা বৃদ্ধি করাই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য।

কার্যক্ষেত্র:

----------তার কারখানাগুলোতে দেশের প্রচলিত আইন, কোম্পানীর প্রচলিত রীতি নীতি, শ্রমিকের সকল ধরনের প্রাপ্য অধিকার ও সুযোগ সুবিধা, নিরাপত্তা ও সি-টিপ্যাট, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, অগ্নি নিরাপত্তা, ব্যক্তি নিরাপত্তা রক্ষার সরঞ্জামাদি ব্যবহার, প্রাথমিক চিকিৎসা, সামাজিক রোগ ব্যাধি, পেশাগত দক্ষতা, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয় এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান কওে থাকে।

কর্মপদ্ধতি:

----------তার কারখানায় প্রচলিত বিভিন্ন আনুষ্ঠনিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলোকে সাধারনভাবে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে ভাগ করেছেঃ

ক) নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ (Orientation Training)ঃ

----------তার সকল কারখানাতে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকতাদেরকে এই কোম্পানীর নিয়োগ পদ্ধতি, মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা, কর্মঘন্টা, ছুটি, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, নিয়ম শৃঙ্খলা ও শাস্তিমুলক পদ্ধতি, পরিবেশ ও ক্রেতার আদর্শ মান সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

প্রশিক্ষণ পিরিয়ড: নিয়োগের উপর নির্ভর করে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। কারখানায় যে দিন নতুন শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তা যোগদান করবেন সেদিনই ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই প্রশিক্ষণ সাধারণত ঃ ০১ ঘন্টা সময় ব্যাপী প্রদান করা হয়ে থাকে।

খ) নিয়মিত সচেতনামুলক প্রশিক্ষণ:

এই প্রশিক্ষণকে নিম্নোক্তভাগে ভাগ করা যায়-

১. **পেশাগত প্রশিক্ষণ *(On Job Training)ঃ*** নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য কাটিং, সুইং, ফিনিশিংসহ বিভিন্ন শাখার কর্মরত শ্রমিকদের জন্য মেশিন পরিচালনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

২. ***ব্যক্তিগত নিরাপত্তা মূলক সরঞ্জাম এর ব্যবহার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ (PPE using Training)ঃ*** কারখানায় সকল শ্রমিক কর্মচারীর জন্য নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র ও কাজের ধরন অনুযায়ী যথাযথ ব্যক্তি নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৩. ***প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (First Aid Training):*** কর্মক্ষেত্রের যে কোন ছোট বড় ইনজুরি কিংবা জরুরী পরিস্থিতিতে প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানকারীদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৪. ***অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (Fire Safety Training)***ঃ অগ্নি নিরাপত্তা সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা ও কারখানায় অগ্নি দূর্ঘটনা মোকাবেলা করার লক্ষ্যে অগ্নি নিরাপত্তা দলের সদস্যদের পাশাপাশি অন্যান্য শ্রমিক কর্মচারীদেরকে অগ্নি নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৫. ***অগ্নি বহির্গমন মহড়া (Fire Evacuation Drill)***ঃ কারখানায় যে কোন সময় অগ্নি দূর্ঘটনার (যদি ঘটে) সময় সকলে যাতে দ্রুত ও নিরাপদে কারখানা হতে বের হয়ে নিরাপদ স্থানে অবস্থান করতে পারে এবং তৎপরবর্তী প্রয়োজনীয় প্রদক্ষেপ গ্রহন করতে পারে তার জন্য প্রতিমাসে একবার (১ বার) অগ্নি বহির্গমন মহড়ার আয়োজন করা হয়।

৬. ***অভিযোগ পদ্ধতি ও সমাধান বিষয়ক প্রশিক্ষণ (Grievance Procedure & Handling Training):*** শ্রমিকরা তাদের যে কোন ধরনের অভিযোগ, পরামর্শ কিভাবে মালিক পক্ষকে জানাবে, মালিক পক্ষ কিভাবে অভিযোগ কিংবা পরামর্শগুলো হ্যান্ডেল করবে, সর্বোপরি শ্রমিক ও মালিক পক্ষের পারস্পরিক যোগাযোগের পদ্ধতি সম্পর্কে ডার্ড গ্রুপের সকল কারখানায় নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ পিরিয়ড*:* প্রতি মাসেই এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই প্রশিক্ষণগুলো সাধারণত: ৪৫ মিনিট সময় ব্যাপী প্রদান করা হয়ে থাকে।

গ) **সাধারন সচেতনামুলক প্রশিক্ষণ:**

দীর্ঘ সময়ের প্রশিক্ষণ বিরতির কারনে যাতে শ্রমিক কর্মচারী কোম্পানীর নিয়ম কানুন রীতি নীতি সম্পর্কে তাদের ধারনা ঘাটতি না পড়ে তার জন্য ----------তার সকল কারখানাতে সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকতাদেরকে মুজুরি সুযোগ সুবিধা, কর্মঘন্টা, ছুটি, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, নিয়ম শৃঙ্খলা ও শাস্তিমুলক পদ্ধতি, পরিবেশ, ক্রেতার আদর্শ মান সর্বপরি কোম্পানীর বর্তমান অবস্থার ভিত্তিতে সার্বিক বিষয়ে সাধারন প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

প্রশিক্ষণ পিরিয়ড: প্রতি তিন মাস অন্তর এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণ সাধারণত: ০১ ঘন্টা সময় ব্যাপী প্রদান করা হয়ে থাকে।

ঘ) **বিশেষ সচেতনামুলক প্রশিক্ষণ:**

এই প্রশিক্ষণকে নিম্নোক্তভাগে ভাগ করা যায়-

১. ***সিকিউরিটি ও সি-টিপ্যাট প্রশিক্ষণ (Security & C-TPAT Training)*:** কারখানায় সকল ব্যক্তির নিরাপত্তা, বস্তুর নিরাপত্তা ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সি-টিপ্যাট সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডার্ড গ্রুপের সকল প্রতিষ্ঠানে সিকিউরিটি ও সি-টিপ্যাট প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

২. ***ড্রাগ প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ (Drug Interdiction Training)*:** কারখানায় যাতে কোন ধরনের নিষিদ্ধ ড্রাগ প্রবেশ হতে না পারে বা ভিতর হতে বাহিরে না যায় কিংবা কারখানার ভিতরে সরবরাহ না হয় তার জন্য ড্রাগ প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ পিরিয়ড*:* প্রতি তিন মাস অন্তর এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই প্রশিক্ষণগুলো সাধারণত: ৪৫ মিনিট সময় ব্যাপী প্রদান করা হয়ে থাকে।

ঙ) **সামাজে প্রচলিত রোগ ব্যাধি সম্পর্কে সচেতনামুলক প্রশিক্ষণ:**

----------তার শ্রমিক কর্মচারীদের সুস্থ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য কারখায় সকল শ্রমিক কর্মচারীদেরকে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের রোগ ব্যাধি ও তার প্রতিকার যেমন-ডেঙ্গু, জন্ডিস, জ্বর, চোখ উঠা, ডায়রিয়া, চর্মরোগ, যৌনরোগ ইত্যাদি এবং পরিবার এবং পরিবার-পরিকল্পনা, শিশু পরিচর্যা, স্যানিটেশন, বৃক্ষরোপন প্রভৃতির উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণ পিরিয়ড*:* প্রতি তিন মাস অন্তর এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণ সাধারণত: ৩০ মিনিট সময় ব্যাপী প্রদান করা হয়ে থাকে।

চ) **পরিবেশগত প্রশিক্ষণ:**

এই প্রশিক্ষণকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়-

১. ***পরিবেশ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ (Environmental Training):*** আমাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমের কারনে পরিবেশের উপর যে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং এর জন্য চক্রাকারে তা আবার আমাদের জীব বৈচিত্রের উপর যে প্রভাব ফেলে এ সব বিষয়ে সচেতন করার জন্য ----------তার শ্রমিক কর্মচারীদেরকে পরিবেশ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ। পরিবেশ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়-

I. রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ (Chemical handling & safety Training): যে সমস্ত শ্রমিক কর্মকর্তা কর্মচারী রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার, স্থানান্তর ও সংরক্ষণের সহিত জড়িত তাদেরকে ----------রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার জনিত ঝুঁকি ও তার নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

II.* বর্জ্য হ্যান্ডেলিং প্রশিক্ষণ *(Wastage Handling Training): কারখানার পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা এবং বর্জ্য স্থানান্তর পক্রিয়া পরিবেশের উপর কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করে এবিষয়ে বর্জ্য স্থানান্তরের সাথে জড়িত ক্লিনারদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণ পিরিয়ড: প্রতি দুই (২) মাস অন্তর এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই প্রশিক্ষণ সাধারণত ঃ ৩০ মিনিট সময় ব্যাপী প্রদান করা হয়ে থাকে।

২. ***পরিবেশগত জরূরী প্রয়োজনে মহরা (Environmental Emergency Drill):*** যে কোন ধরনের প্রাকৃতিক দূর্যোগে দূর্যোগ মোকাবিলা ও নিজেদের রক্ষার পাশাপাশি সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ----------তার কারখানায় পরিবেশগত জরূরী মহড়ার আয়োজন করে থাকে।

প্রশিক্ষণ পিরিয়ড: প্রতি চার (৪) মাস অন্তর এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ছ) **বিশেষ কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ:**

উপরোক্ত প্রশিক্ষণগুলো ছাড়াও ----------তার কারখানায় নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে-

১. **এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স অফিসার/কল্যাণ কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ঃ** কারখানার এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স/ কল্যাণ কর্মকর্তা, টাইম ক্লার্ক, এডমিন ও একাউন্টস স্টাফদের জন্য এডমিন এইচ আর ও কমপ্লায়েন্স সম্পর্কিত প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।

২. ***মিড লেভেল ম্যানেজারের জন্য প্রশক্ষিণঃ*** পি.এম, এ.পি.এম, লাইন চীপ ও সুপারভাইজারদেরকে শ্রমিকদের অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা, বিভিন্ন নীতিমালা, শ্রম আইন, আচরণ বিধি ইত্যাদির উপর শ্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে যে কোন ধরনের হয়রানী -নির্যাতন মূলক আচরন সম্পর্কে ধারনা প্রদান ও এ ধরনের আচরন করা থেকে বিরত থাকার বিষয়ে তাদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৩. ***এক্সটারনাল ট্রেইনিং (External Training):*** ----------তার শ্রমিক কর্মচারীদেরকে অগ্নি নিরাপত্তা, উদ্ধার তৎপরতা, প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ের উপর বহিস্থ: বিভিন্ন স্বণামধন্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়াও ----------তার এইচ আর, কমপ্লায়েন্স ও কল্যাণ কর্মকর্তাদেরকে বিশেষ ক্ষেত্রে দেশে বিদেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এ প্রশিক্ষণ গ্রহনের জন্য কিংবা বিভিন্ন সার্টিফিকেশন কোর্স করার জন্য প্রেরণ করে থাকে।

প্রশিক্ষণের কার্যপ্রণালী:

----------তার কারখানাগুলোতে সকল ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মশালাগুলো সুষ্ঠ ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে এবং প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে গভীরভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিটি প্রশিক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী তৈরী করেছে এবং সেই কার্যপ্রণালী মোতাবেক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণে রিসোর্স পারসন:

প্রতিটি প্রশিক্ষণকে বেশী গুরুত্ববহ ও কার্যকর করনের লক্ষ্যে প্রতিটি প্রশিক্ষণ কর্মশালাতে কারখানার উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী ছাড়াও প্রশিক্ষণের ধরন পরিধি ও গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে কারখানার পরিচালক, উপ-পরিচালক, এজিএম, ম্যানেজার ও সহ: ম্যানেজার পর্যায়ের ব্যক্তিগণ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহন করে থাকেন।

প্রস্তুতকারী (Prepared By)	অনুমোদনকারী (Approved By)	অনুমোদনকারীর স্বাক্ষর (Approval Signature)	সীল (Seal)
এইচআর এন্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগ	নির্বাহী পরিচালক, ---------- সাভার জোন		